সদালাপ এ প্রকাশিত কবিতা নিয়ে কথা

রিয়াদ বাঙলা সাহিত্যাঙ্গানের এক প্রধান কবি ফিরোজ খান। একজন উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোক। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান। না ওনাকে নিয়ে মারমাসি গাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। সবার একটি সামাজিক পরিচয় থাকে। তাই ওনার সম্পর্কে একটু টাচ্ দিলাম। আসলে আমি তার কবি সত্তা এবং ইদানিংকালের প্রকাশিত কবিতাগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই। ওনার কবিতার শিল্প এবং সহজবোধ্যতা ও পরিমিত আবেগ আমাকে সীমাহীন টানে। ***সদালাপে*** ওনার প্রকাশিত কবিতা পড়েছি। পড়েছি ***ভিন্নমত*** এবং ***সুর্যোদয়*** এ। ***মরুপলাশ*** এ ওনার কবিতা অনেক দিন থেকেই পড়ে আসছি। ইদানীং ওনি ইন্টারনেট পাঠকদের জন্যে লিখছেন। এতে সুবিধা হলো দুনিয়ার বাংলাভাষাভাষি পাঠকগন ইচ্ছে করলেই পড়ে নিতে পারেন এ কবির কবিতা। ***সদালাপ*** কিংবা ***ভিন্নমত***, ***সুর্যোদয়*** কিংবা ***মরুপলাশ*** এর মাধ্যমে। বর্তমান বিশ্ব টেকনোলজির বদৌলতে ছোট্ট একটি মহল্লায় পরিনত হয়েছে। প্রযুক্তির ইহাই হচ্ছে অহংকার, জয়জয়কার।

যাক ধান ভানতে গিয়ে আবার শিবের গীত গেয়ে ফেললাম মনে হয়। প্রসঙ্গে ফিরে আসি। প্রসঙ্গ ফিরোজ খানের কবিতা। এ কবির কবিতায় ভাববাদিতা, নষ্টালজিয়া, সত্যানুসন্ধান, নৈসর্গিকতা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে শ্লেষমাখা কটাক্ষ এবং প্রতিবাদ। তার প্রকৃষ্ট প্রমান পাই ইদানিংকালের তার প্রকাশিত কবিতা ***'কবিতা এখন'*** শিরোনামের কবিতাটিতে। যাতে তিনি বর্তমান সমাজের একটি পরিস্কার চিত্র এঁকেছেন। যেমন যে সকল অকবিদের ঘরে কবিতারা বলাৎকার হচ্ছে প্রতিদিন। যারা কবিতাকে বানিয়েছে সুযোগ খোঁজার হাতিয়ার, পরকীয়ার জন্য আকর্ষণ, যত্রতত্র সুশ্রী কবিতাকে বানাচ্ছে কান্দুপট্টির গণিকা। ঠিক তেমন শ্রেণীকেই খান সাহেব তার কবিতায় ব্যঙ্গ করেছেন এবং চপেটাঘাত করেছেন।

অথচ কবিতা হচ্ছে দুর্বার যৌবন, যুদ্ধের হাতিয়ার, বর্বর সমাজের পথ প্রদর্শক। আমার মনে পড়ছে খেঁজুরগাছ কাটা ছেনীর মতো ধারালো একটি ছড়া পড়েছিলাম বেশ ক'মাস আগে একটি দৈনিকের সাহিত্য পাতায়। যা লিখেছিলেন দেওয়ান বাসেত। মনে হয় তার কবিতা বা ছড়ার শিরোনামটি ছিলো ***'সুন্দরী কবিতারা হচ্ছেই ধর্ষিত'।*** সেখানেও দেখি কবির চরম ক্ষোভ এ সমাজের কবিতার ব্যাপারীদের প্রতি। যারা কবিতার গ্রামার জানে না, সংজ্ঞা বোঝেনা এখনও। অথচ তারাই কবিতার নামে অখাদ্য কুখাদ্য দিয়ে অকবিতা বিলোচ্ছে দৈনন্দিন সত্যের -মিথ্যের আলো-আঁধারের মাধ্যমে। ফিরোজ খান এবং দেওয়ান বাসেত তাদের প্রতিবাদী কবিতার মাধ্যমে ঐ শ্রেণীকেই চাবুক মারছেন। এ দু'জনের বুকের পাটাতন মনে হয় লৌহ কিংবা ইস্পাত দ্বারা গঠিত। এদের সাধারণ সাহসী বললে ভুল হবে। এরা দেখছি সিরিয়াস। বিষয়টি কি এমন দাঁড়ায় না যে - জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে সঙ্গাম না হয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া!!

মিথ্যের ডামাডোলে কি আমরা ডুবে যাবো? মিথ্যে এবং অনিয়মকে কী আমরা মেনে নেবো? না ডুববো না। মেনেও নেবো না। সত্য এখানে কেউ না কেউ বলতেই হবে। সেই সত্যই বলছেন এদু'জন সংগ্রামী ও প্রতিবাদী কবি। এদের দুজনের চারপাশে যা ঘটছে। তাদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমার মতো কলার ব্যাপারী টাইপের পাঠকরাতো জানতে পারছেই। সঙ্গে

সঙ্গে ইন্টারনেটের বদৌলতে দুনিয়ার বাংলা জানা লোকেরা মানে লাখো লাখো পাঠক জানতে পারছে। এটি চাট্টিখানি ব্যাপার নয় শুধু।

বিশেষকরে এমন ওয়েব ম্যাগাজিনেই কবিতাগুলো প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও প্রায় প্রতি সপ্তাহে হচ্ছে। যা পৃথিবীর বাংলা পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। সদালাপ সম্পাদককে একটু অনুরোধ করবো তিনি সাহিত্য বিষয়ক লেখাগুলো কিছুদিন হোমপেজে রেখে সাহিত্যের জন্যে খোলা আলাদা পৃষ্ঠায় নিয়ে সাজাবেন। সাহিত্যের পাতার জন্যে একটু সময় ব্যয় করার জন্যে থাকলো আমার মিনতি। সব ম্যাগাজিনের সাহিত্যের পাতাগুলো হয় ম্যাগাজিনের প্রাণ। সেই প্রাণটিকে একটু সুষ্ঠুভাবে জিইয়ে রাখবেন আশা করি। নতুবা তো হার্ট এ্যাটাক হবার সম্ভবনাই রয়ে যায়। নয় কি?

সবাকে ঈদ উত্তর শুভেচ্ছা দিয়ে –

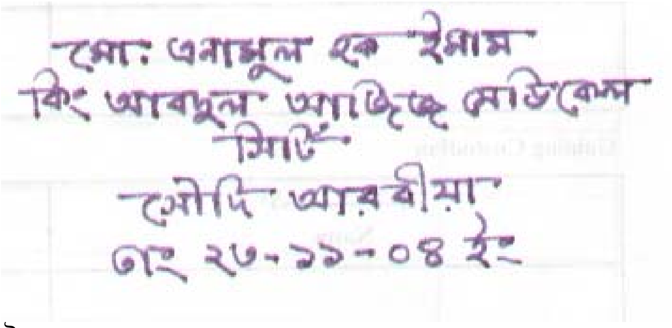

ইমাম এনামুল হক
কিং আবদুল আজিজ মেডিকেল সিটি।
সৌদী আরব।
২৩/১১/০৪ইং
E-mail: imam_enamul@yahoo.com